গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টি.ও-২ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নং-২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৪২.১৫/২৫২

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪২৫ / ০৮ অক্টোবর ২০১৮

প্রেরক ঃ মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাণিজ্য সংগঠন।

প্রাপক ঃ আহ্বায়ক
বাংলাদেশ মসকিউটু কয়েল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
রংধনু সুপার মার্কেট (২য় তলা), কাজলা, যাত্রাবাড়ি
ঢাকা-১২০৪।

বিষয় ঃ বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৩ ধারার অধীনে বাংলাদেশ মসকিউটু কয়েল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান ও নিবন্ধন।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানাচ্ছি যে, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৩ ধারার বিধান মতে সরকার কর্তৃক **বাংলাদেশ মসকিউটু কয়েল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন** এর নামে ০৮-১০-২০১৮ তারিখে **১৫/২০১৮ নম্বর** লাইসেন্স মঞ্জুর করা হলো। এক্ষণে বর্ণিত এসোসিয়েশনকে বিধি-বিধানের আলোকে নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে নিবন্ধিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০২। **নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হলো:**

(ক) সংগঠনটি সংঘস্মারক/সংঘবিধি সরকারের নির্দেশ মোতাবেক যে কোন সময় সংশোধন করতে বাধ্য থাকবে;

(খ) সংঘস্মারক/সংঘবিধি যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্ত্রণালয়ে আরও পরীক্ষা করে পরিবর্তিত আকারে সরকার অনুমোদন করেছে। সরকার প্রয়োজনে এতে যে কোন সংশোধন/পরিবর্তন আনয়ন করতে পারবে;

(গ) লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংগঠনটিকে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিকরণ করতে হবে;

(ঘ) সংঘস্মারক/সংঘবিধির মধ্যে কোন অসংগতি বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমুহের পরিদপ্তরের নিকট উপস্থাপনের সময় সংশোধন করতে হবে এবং নিবন্ধনের পর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র নিকট সদস্যভূক্তির জন্য আবেদন করতে হবে;

(ঙ) নিবন্ধিকরণের পর এক মাসের কম নয় বা তিন মাসের অধিক নয় এ সময়ের মধ্যে এসোসিয়েশনের প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করতে হবে এবং ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে;

(চ) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে নিবন্ধিকরণের পূর্বে এসোসিয়েশনকে কোম্পানি আইন ১৯৯৪, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এবং এর আওতাধীন প্রয়োজনীয় সকল শর্তাদি পূরণ করতে হবে;

(ছ) বর্ণিত শর্তাবলীর যে কোন একটি পূরণ করা না হলে বিনা নোটিশে লাইসেন্স বাতিলযোগ্য হবে।

০৩। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিকৃত হবার পর দু'টি ছাপানো সংঘস্মারক/সংঘবিধির কপি উক্ত অফিস কর্তৃক সত্যায়িত করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জমা দিতে হবে। অনুমোদিত সংঘস্মারক/সংঘবিধির একটি কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো। নিবন্ধিকরণ প্রত্যয়নপত্রের দু'টি ফটোকপি এ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হলো।

০৪। যে সকল শর্ত এবং বিধি-বিধান সরকার সময়ে সময়ে উপযুক্ত মনে করে আরোপ করবে বা নির্ধারণ করে দেবে ঐগুলো এ সংগঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয় হবে। এ বিষয়ে সরকার কোন নির্দেশনা প্রদান করলে এসোসিয়েশনের সংঘস্মারক/সংঘবিধিতে অথবা এর যে কোন একটিতে তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

০৫। এতে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত এবং সংঘস্মারক/সংঘবিধিতে উল্লিখিত শর্তাবলীর কোনরূপ বরখেলাপ বা লংঘন করা হলে এ সংগঠনকে প্রদত্ত লাইসেন্স বা নিবন্ধিকরণের কোন কার্যকারিতা বহাল থাকবে না এবং আইনের দৃষ্টিতে এটি অচল বলে গণ্য হবে।

০৬। এ লাইসেন্স প্রাপ্তি স্বীকার (acknowledgement) জ্ঞাপনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাণিজ্য সংগঠন

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
০২। প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ৬২/৩ ক্রীড়া ভবন, (১৪-১৫ তলা) পল্টন, ঢাকা।
০৩। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৭ম তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
০৪। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
০৫। সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ৬০ মতিঝিল, বা/এ ঢাকা-১০০০।
০৬। সহকারী প্রোগ্রামার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টি.ও-২ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

লাইসেন্স নং- ১৫/২০১৮

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪২৫ / ০৮ অক্টোবর ২০১৮

১৯৬১ সনের বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ৩ নং ধারার ক্ষমতাবলে প্রদত্ত লাইসেন্স

যেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, **বাংলাদেশ মসকিউটু কয়েল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন** একটি বাণিজ্য সংগঠন অথবা এতে নিয়োজিত কোন গোষ্ঠি বা শ্রেণীকে যে কোন উপায়ে বা কোন পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করবার উদ্দেশ্যে গঠিত হতে যাচ্ছে এবং

যেহেতু, উক্ত সংগঠনের অর্জিত লাভ এবং অন্যান্য আয় কেবলমাত্র এ সংগঠনের উন্নতি সাধনকল্পে ব্যয়িত হবে এবং এর সদস্যগণের মধ্যে উক্ত লাভ/লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন করা হবে না বলে উক্ত সংগঠন মনস্থ করেছে;

সেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৩ ধারা অনুসারে (১৯৬১ সনের অধ্যাদেশ নং-৪৫) সরকার সন্তুষ্ট হয়ে উক্ত সংগঠনটিকে এ লাইসেন্স প্রদান করলো এবং ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইনের (১৯৯৪ সনের ১৮ নম্বর আইন) আওতায় সীমিত দায় সহকারে এর নামের সাথে "লিমিটেড" শব্দটি ব্যবহার না করে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিকরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করল।

নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে লাইসেন্স ইস্যু করা হলো ঃ-

(ক) এ সংগঠন ১৯৬১ সনের বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশের বিধি-বিধানসমূহ (যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অভিযোজিত হয়েছে) যথাযথভাবে পালন করবে;

(খ) সংঘস্মারক/সংঘবিধির যেসব বিধি-বিধান উক্ত অধ্যাদেশের সংঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় সে সব বিধি-বিধান এ সংগঠন মেনে চলবে (অনুমোদিত সংঘস্মারক/সংঘবিধির একটি কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো);

(গ) সংগঠনটিকে যে সকল শর্ত এবং বিধি-বিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সময়ে সময়ে যথার্থ বিবেচনাপূর্বক আরোপ করবে বা নির্ধারণ করে দেবে তা উক্ত সংগঠনের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে। এ ব্যাপারে সরকার কোন নির্দেশ প্রদান করলে এ সংগঠন কর্তৃক এর সংঘস্মারক/সংঘবিধি বা এর যে কোন একটিতে তা অন্তর্ভূক্ত করে নিতে হবে;

(ঘ) বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ-১৯৬১, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা-১৯৯৪ এবং বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশের পরিপন্থী যে কোন কার্যক্রম অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে;

(ঙ) সরকার এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী কার্যক্রম বা রাষ্ট্র বিরোধী কোন তৎপরতায় লিপ্ত না হওয়ার শর্তে এ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হলো।

এ লাইসেন্স দু'হাজার আঠারো সনের অক্টোবর মাসের আট তারিখে আমার নিজ স্বাক্ষরে প্রদত্ত হলো।

মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাণিজ্য সংগঠন